দৈনিক ইত্তেফাক

১০/১১/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

শিক্ষক-কর্মচারীদের গণবদলির আবেদন

সা'দত কলেজ খোলার উদ্যোগ নাই ॥ মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা নিয়া অনিশ্চয়তা

টাঙ্গাইল সংবাদদাতা ॥ সরকারী সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষের উপর সন্ত্রাসী হামলাসহ শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকির প্রেক্ষিতে কলেজটি বন্ধ ঘোষণার পর প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইলেও সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না। বরং ঘটনার প্রতিবাদে ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে কলেজের ৭৮ জন শিক্ষক এবং ৫৬ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এই কলেজ হইতে গণবদলির আবেদন জানাইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাহাদের বদলির আবেদনসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট পৌছানো হইয়াছে। এ অবস্থায় আগামী ১৭ই নভেম্বর হইতে মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এইবার সা'দত কলেজে ১৪টি বিষয়ে প্রায় এক হাজার আটশত পরীক্ষার্থী রহিয়াছে। এদিকে গত ১৮ই অক্টোবর হইতে অনার্স

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সা'দত কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাবসিডিয়ারী (বিশেষ) পরীক্ষা এই কেন্দ্রের পরিবর্তে শহরের সরকারী কুমুদিনী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৫ই অক্টোবর একদল সন্ত্রাসী করটিয়াস্থ সরকারী সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সুলতান মিঞার উপর হামলা চালাইয়া তাঁহাকে লোহার রড দিয়া প্রহার করে। হামলাকারীরা অন্য শিক্ষকদেরও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ঐদিন সকালে উক্ত কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস কামরুজ্জামান রিপনের নেতৃত্বে একদল যুবক গত বৎসরের মাস্টার্স ও অনার্স পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ না দেওয়াসহ ব্যাপক সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং তাহাদের কথামত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করার বিষয় নিয়া অধ্যক্ষের সহিত তর্ক করা ছাড়াও তাহাদের নানা রকম হুমকি দেয়। পরে ঐ যুবকরাই অধ্যক্ষের উপর হামলা চালায় মর্মে ঘটনার ব্যাপারে টাঙ্গাইল সদর থানায় দায়েরকৃত মামলায় উল্লেখ করা হয়। পুলিশ ঐ সময় সাত যুবককে গ্রেফতার করিলেও এজাহারভুক্ত সাতজন আসামীর একজনকেও এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করিতে পারে নাই। এদিকে অধ্যক্ষ বেশ কয়েকদিন টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর শহরের আকুরটাকুরে তাঁহার নিজ বাসায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার বাসায় সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলেজের অন্য শিক্ষকরা জানান, বর্তমান অধ্যক্ষ কলেজটিকে নকল ও দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ায় ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।